অধ্যায়
১৩

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

১৩.১ ভূমিকা

কৃষকের তথ্যচাহিদা পূরণের লক্ষ্য নিয়ে কৃষি সম্প্রসারণ কার্যাবলির উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়। নির্ধারিত উদ্দেশ্যবলি অর্জিত হলেই সফলতা আসে এবং এ সফলতার মাত্রা নির্ণয়ের জন্য বিভিন্ন নির্দেশক ব্যবহার করা হয়।

- পরিবীক্ষণ হলো কোন কার্য সম্পাদনের নির্দেশকসমূহ নির্ধারণপূর্বক তা লিপিবদ্ধ করার প্রক্রিয়া যা কর্ম বাস্তবায়নকালীন সময়ে সরেজমিনে এর অবস্থা দেখে বা কিছু তথ্য সংগ্রহ করে সম্পন্ন করা হয়। এটি আসলে কোন চলমান কার্য সম্পাদনের অগ্রগতির অবস্থা দেখার একটি প্রক্রিয়া
- অন্যদিকে মূল্যায়ন হলো ভবিষ্যতে কার্য সম্পাদনের মান ও পরিমাণ কীভাবে উন্নত করা যাবে তা নির্ধারণ করার জন্য নির্দেশকগুলো বিশ্লেষণ করা যা বাস্তবায়ন পরবর্তী সময়ে করা হয়
- পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন টুলস্ ব্যবহার করে ডিএই সম্প্রসারণ কর্মসূচিগুলো পরিকল্পনা মোতাবেক বাস্তবায়ন করা হয়েছে কিনা এবং কৃষকের চাহিদা পূরণ করা হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করতে পারে
- কার্যকরী পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সঠিক ব্যক্তিকে সঠিক সময়ে সঠিক ছকপত্রে প্রাসঙ্গিক এবং নির্ভুল তথ্য প্রদান করে যাতে সময়মতো সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা নেয়া যায়।

১৩.২ পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের ভূমিকা

- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন হলো জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারিবৃন্দের কর্মসম্পাদন উন্নয়ন ও সম্পাদিত কাজের মান উন্নয়নের হাতিয়ার (টুলস্)
- পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন যথাক্রমে বাস্তবায়নাধীন সময়ে এবং বাস্তবায়নের পরে পরিচালনা করা হয়, পরিবীক্ষণের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য পর্যালোচনা করে সে অনুসারে ব্যবস্থাদি গ্রহণ করলেই কেবল পরিবীক্ষণ আমাদের উপকারে আসে- এটিই মূল্যায়ন
- সম্প্রসারণ কর্মসূচির পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যবলি কৃষকের তথ্যচাহিদা নিরূপণ ও মূল্যায়ন এ উভয় উৎস হতে পাওয়া যায় এবং কোন একটি তথ্য উৎসের অভাব ঘটলে পরিকল্পনা উন্নত মানের হবে না।

১৩.৩ পরিবীক্ষণের নীতিমালা

- পরিবীক্ষণ সহজ অথচ তথ্যপূর্ণ হবে
- পরিবীক্ষণের মৌলিক কাজ হচ্ছে মাঠ পর্যায়ের জটিলতা সহজ করা
- পরিবীক্ষণ যথাসময়ে সম্পন্ন করতে হবে
- পরিবীক্ষণ প্রাসঙ্গিক ও কর্মসূচির উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে

- পরিবীক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য নির্ভরযোগ্য হতে হবে, তথ্য যদি যুক্তিসঙ্গতভাবে নির্ভুল হয় তবেই ব্যবস্থাপনা কাজে তা ব্যবহার উপযোগী হবে
- পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা অংশগ্রহণমূলক হতে হবে এবং এতে সম্প্রসারণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে
- পরিবীক্ষণ নমণীয় (Flexible) হতে হবে, যেহেতু পরিবীক্ষণ পুনরাবৃত্তিযোগ্য ও সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়
- পরিবীক্ষণ কর্মভিত্তিক হবে, কর্ম নির্দেশ করে তেমন কোন কাজে লাগবে না এমন তথ্য পরিবীক্ষণে তা সংগ্রহ করার প্রয়োজন নেই
- পরিবীক্ষণ ব্যয় ও সময় সাশ্রয়ী হবে; পরিবীক্ষণ সহজ, সময়োপযোগী, প্রাসঙ্গিক এবং নির্ভুল হলে ব্যয় সাশ্রয়ী হবে
- পরিবীক্ষণ উদ্যোগ শীর্ষ ব্যবস্থাপনা ভিত্তিক হবে
- পরিবীক্ষণ পদ্ধতির রূপরেখা প্রণয়ণের সময় শীর্ষ ব্যবস্থাপনার চাহিদার বিষয়গুলো স্মরণ রাখতে হবে
- পরিবীক্ষণ ইউনিট বিশেষায়িত সেবা প্রদান করবে, পরিবীক্ষণ ইউনিট শুধুমাত্র ডাটা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থেকে সমস্যা সনাক্তকরণ এবং সমাধানের পরামর্শ প্রদানের সহিত সম্পৃক্ত হবে।

১৩.৪ এসএএও ডায়েরি

এসএএও ডায়েরি ডিএই এর সম্প্রসারণ কর্মধারা পরিচালনায় ব্যবহৃত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ারসমূহের (টুলস্) অন্যতম এবং এটা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে সহায়তা করার জন্য ব্যবহার করা হয়। এসএএও-গণ দৈনন্দিন কাজ করার সময় ডায়েরিতে বিভিন্ন তথ্য লিপিবদ্ধ করেন, যেমন - কার সঙ্গে কী কাজ করা হয়েছিল এবং কী ধরনের সাড়া পাওয়া গিয়েছিল ইত্যাদি। বিশেষভাবে ব্যক্তিগত খামার পরিদর্শনের সময় কৃষকের সমস্যাবলি, তাদের নামের তালিকা এবং কার্যাবলিতে অংশগ্রহণ সম্পর্কে কৃষকের প্রতিক্রিয়া ডায়েরিতে নোট করা হয়। ব্লকে কী ভালভাবে চলছে ও কেন এবং কী ভালভাবে চলছে না এবং কেন সে সব সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো এই এসএএও ডায়েরি।

১৩.৫ মোবাইল মনিটরিং বা পরিবীক্ষণ

ক) মোবাইল ফোনের মাধ্যমে কথা বলে মনিটরিং

সম্প্রসারণ কর্মীবৃন্দ মাঠে বা অফিসের বাইরে থাকলে তার অবস্থান ও অবস্থানকালীন কাজ সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য মোবাইল ফোনে সরাসরি কথা বলে মনিটরিং ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়া যেতে পারে। এমন কি কৃষকরাও যদি কারও কাছ থেকে কোন পরামর্শ সেবা নিয়ে তা বাস্তবায়ন বা প্রয়োগ করতে গিয়ে কোন সমস্যায় পড়েন বা অসুবিধা সৃষ্টি হয় তাও মোবাইল ফোনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলে ঠিক করা যায়।

১৩.৬ টেলিফোনে/মোবাইল ফোন/মোবাইল এ্যাপসের মাধ্যমে মাঠ কার্যক্রম পরিবীক্ষণ

সাধারণত সরেজমিনে পরিদর্শন করে মাঠ কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও তদারক করা হয়ে থাকে। সহজে যাওয়া যায় এমন এলাকাগুলোতেই মাঠ পরিদর্শন করা হয়। ফলে অবশিষ্ট অধিকাংশ এলাকা ইচ্ছা সত্ত্বেও পরিবীক্ষণ ও তদারকি বর্হিভূত থেকে যায়। টেলিফোন বা মোবাইল ফোন বা মোবাইল এ্যাপস ব্যবহার করে ঐ সব এলাকাগুলো পরিবীক্ষণ ও তদারকির আওতায় এনে মাঠ কার্যক্রমে আরও গতিশীলতা আনয়ন করা যায়।

কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে ডিএই'র সরেজমিন উইং, অঞ্চল, জেলা ও উপজেলা কার্যালয়ে কৃষকের ডাটাবেইজ থাকবে যাতে প্রগতিশীল, সফল ও সবচেয়ে আগে কৃষি প্রযুক্তি গ্রহণকারী কৃষকের তথ্য অন্তর্ভুক্ত থাকবে। সরেজমিন উইং, অঞ্চল, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাগণ প্রতিদিন বিভিন্ন ব্লকের কমপক্ষে ৩/৪ জন ডাটাবেসভুক্ত কৃষকের সঙ্গে টেলিফোন/মোবাইল ফোনে কথা বলে সংশ্লিষ্ট কৃষক কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রদর্শনী/প্রণোদনা/পুনর্বাসন কার্যক্রমের আওতায় সরবরাহকৃত উপকরণ সঠিকভাবে প্রাপ্ত হয়ে বাস্তবায়ন কাজে কোন অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন কিনা বা সম্প্রসারণ প্রযুক্তি প্রয়োগে কোন ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন কিনা ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্যাদি সংরক্ষিত রেজিস্ট্রারে লিপিবদ্ধ করবেন। কোন ধরনের ঘাটতি পরিলক্ষিত হলে তা পরিদর্শনের মাধ্যমে সংশোধনের জন্য সংশ্লিষ্ট সম্প্রসারণকর্মীকে তাৎক্ষণিকভাবে অবহিত করবেন।

অঞ্চলের উপ-পরিচালক, জেলার এডিডি (ক্রপ), উপজেলার একজন এইও রেজিস্টারে তথ্য সংরক্ষণ ও পরবর্তী ফলো-আপ সম্বন্ধে নিশ্চিত করবেন। কোন কর্মকর্তার পদ খালি থাকলে সাময়িকভাবে অন্য একজন সমপর্যায়ের কর্মকর্তাকে এ দায়িত্ব প্রদান করা যেতে পারে।

অঞ্চল/জেলা পর্যায়ে কর্মকর্তাদের মাসিক সভায় এরূপ পরিবীক্ষণ ও তদারকির ফলাফল উপস্থাপন ও আলোচনা করা হবে এবং প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। অঞ্চল/জেলা পর্যায় হতে সংকলিত মাসিক প্রতিবেদন পরিচালক, সরেজমিন উইং-এর বরাবরে কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে প্রেরণ করতে হবে।

প্রত্যেক ব্লকে যেন মাসে কমপক্ষে একবার টেলিফোন/মোবাইল ফোনের মাধ্যম পরিবীক্ষণ ও তদারকি কার্য পরিচালিত হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। দৈব চয়নের মাধ্যমে টেলিফোন/মোবাইল ফোনে পরিবীক্ষণ ও তদারকির জন্য ব্লক নির্বাচন করা যেতে পারে।

১৩.৭ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ পরিবীক্ষণ প্রণালী (টেমস)

সম্প্রসারণ কর্মসূচির কর্মসম্পাদন নির্দেশকসমূহ যাতে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে কার্যকরভাবে সহায়ক হয় সেজন্য প্রযুক্তি সম্প্রসারণ পরিবীক্ষণ প্রণালী (টেমস) এর পরিকল্পনা করা হয়েছে।

টেমস এ ব্যবহৃত নির্দেশকসমূহ

টেমস এর মধ্যে নিম্নলিখিত প্রাথমিক নির্দেশকগুলো (Primary Indicators) অন্তর্ভুক্ত:

সংযোগ/উপস্থিতি: কতজন কৃষক (পুরুষ ও নারী এবং ক্ষুদ্র ও বড়) সম্প্রসারণ ইভেন্টে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং তাদের মাথাপিছু কত খরচ হয়েছিল।

বুঝা/নিজেরাই প্রযুক্তি ব্যবহারে সক্ষমতা অর্জন: যোগদানকারী কতজন কৃষক সম্প্রসারণ ইভেন্টের প্রযুক্তি বা ধ্যান-ধারণা বুঝেছিলেন বা নিজেরাই প্রযুক্তি ব্যবহারে সক্ষমতা অর্জন করেছিলেন এবং তাদের মাথাপিছু কত খরচ হয়েছিল।

যাচাইকরণ: যোগদানকারী কৃষকের মধ্যে কতজন কৃষক ঠিক করেছেন যে তারা সম্প্রসারণ ইভেন্টের প্রযুক্তি পরবর্তী বছরে যাচাই করবেন এবং তাদের মাথাপিছু খরচ কত হয়েছিল।

১৩.৭.১ টেমস এর ব্যবহৃত নির্দেশকসমূহ ব্যবহার করে গৃহীত সিদ্ধান্ত

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন উন্নততর ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে। টেমস এর সহায়তায় ব্যবস্থাপনা সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপ হতে পারে:

প্রযুক্তি নির্বাচন: কোন কৃষিপ্রযুক্তিগুলো সম্প্রসারণ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে

পদ্ধতি নির্বাচন: কোন সম্প্রসারণ পদ্ধতিগুলো সম্প্রসারণ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে

এলাকা নির্বাচন: কোন এলাকাগুলোকে (উপজেলা, জেলা ও অঞ্চল) বেশি তদারকি বা সহায়তা করতে হবে। কোন কোন প্রযুক্তি এবং সম্প্রসারণ পদ্ধতি সর্বাপেক্ষা বেশি বা কম কৃতকার্য এবং সম্প্রসারণ কর্মসূচি কোন কোন এলাকায় সর্বাপেক্ষা বেশি বা কম সফলভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে টেমস এর সাহায্যে তা জানা যায়। এ তথ্যগুলোর ভিত্তিতে কৃষকদেরকে প্রদত্ত সম্প্রসারণ সেবার অব্যাহত উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে।

কম কার্যকারিতাসম্পন্ন প্রযুক্তি, সম্প্রসারণ পদ্ধতি ও এলাকার উন্নয়নের জন্য গৃহিতব্য ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে কতকগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হল:

নিম্নমানের প্রযুক্তি

- গবেষক এবং যে সব কৃষক এ প্রযুক্তি পরীক্ষা করেছেন তাদের সহায়তায় প্রযুক্তির উন্নতিকরণ
- সম্প্রসারণ পদ্ধতির পরিবর্তন, উদাহরণস্বরূপ- ফলাফল প্রদর্শনীর পরিবর্তে প্রশিক্ষণ প্রদান

- সম্প্রসারণ ইভেন্টের উন্নয়ন- ব্যাপক প্রচার, সঠিক সময়ে ইভেন্ট অনুষ্ঠান করা, আরও উপযোগী স্থান নির্বাচন করা
- পরবর্তী সম্প্রসারণ কর্মসূচিতে এ প্রযুক্তির জন্য সম্পদ ও বাজেট কমিয়ে আনা।

ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতি

- সম্প্রসারণ পদ্ধতি পরিবর্তন করা
- পদ্ধতি অধিক কার্যকরভাবে প্রয়োগের জন্য সম্প্রসারণ কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা
- সম্প্রসারণ পদ্ধতিটি অন্যান্য সম্প্রসারণ পদ্ধতির সঙ্গে একত্রে ব্যবহার করা, উদাহরণস্বরূপ- ফলাফল প্রদর্শনীর সঙ্গে বেশি করে মাঠ দিবস যোগ করা
- ভবিষ্যৎ কর্মসূচি হতে সম্প্রসারণ পদ্ধতিটি বাদ দেয়া।

খারাপ এলাকা

- এ এলাকায় সম্প্রসারণকর্মীদের জন্য অতিরিক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা
- কারিগরী নিরীক্ষাসহ এ এলাকায় তদারকি ও পরিদর্শনের সংখ্যা বৃদ্ধি করা
- কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য উপযুক্ত প্রযুক্তি ও সম্প্রসারণ পদ্ধতি নির্বাচনের ওপর আরও উপদেশ প্রদান করা
- কর্মসম্পাদনের মান ও পরিমাণের উন্নয়ন না ঘটা পর্যন্ত ছোট আকারের কর্মসূচি নেয়া এবং ঐ এলাকার জন্য বাজেট কমিয়ে দেয়া।

সংযোগ, বুঝা এবং যাচাইকরণ সম্পর্কে টেমস তথ্য সম্প্রসারণ কর্মসূচিসমূহের মান উন্নয়নে সাহায্য করে। সংযোগ, বুঝা ও যাচাইকরণ মাত্রা কম হলে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে:

কম সংযোগ

- অধিক লাভজনক প্রযুক্তি প্রদান করা
- ইভেন্টে অধিক সংখ্যক কৃষক যাতে যোগদান করেন তার জন্য প্রচার জোরদার করা
- সঠিক সময়ে ইভেন্ট আয়োজন করা
- এ কর্মকাণ্ডের জন্য ব্যবহৃত কৃষক নির্বাচন পর্যালোচনা করা
- উপযোগী স্থানে ইভেন্টের আয়োজন করা।

কম বুঝা/উপলব্ধি

- নতুন ধ্যান-ধারণার উপস্থাপন পদ্ধতি উন্নয়ন, উদাহরণস্বরূপ- সহজ ভাষা, দর্শন সমগ্রী, জীবন্ত নমুনা ব্যবহার করা
- সম্প্রসারণ ইভেন্ট বাস্তবায়নের জন্য সম্প্রসারণ কর্মীদের অধিক প্রশিক্ষণ দেয়া
- শিক্ষাদান দক্ষতার ওপর সম্প্রসারণ কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

কম সংখ্যক যাচাইকরণ

- প্রযুক্তি আলোচনার জন্য অনুষ্ঠিত সম্প্রসারণ ইভেন্টের মান উন্নয়ন করা
- কৃষকদের অবস্থা ও চাহিদা উপযোগী করার জন্য কৃষকদের নিকট থেকে প্রাপ্ত ফিড-ব্যাক ও গবেষকদের সাহায্যে প্রযুক্তি উন্নত করা।

কৃষকের ধরন/ধরণ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ- সম্প্রসারণ ইভেন্টের স্থান ও সময় পরিবর্তন করতে হলে লক্ষ্যীভূত কৃষক গ্রুপ নারী না পুরুষ তা বিবেচনা করতে হবে। কেননা নারী ও পুরুষ কৃষকদের ইভেন্টের সময় ও স্থান ভিন্ন ধরনের হতে পারে।

১৩.৭.২ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ পরিবীক্ষণ প্রণালী (টেমস)

প্রকল্প বা অর্থের উৎস যাই হউক না কেন ডিএই এর সকল কর্মকাণ্ডের জন্য প্রযুক্তি সম্প্রসারণ পরিবীক্ষণ প্রণালী (টেমস) প্রযোজ্য। টেমস এর ৪টি ফরম আছে, টেমস ফরম- ১, ২, ৩ ও ৪। টেমস ফরম ১ এ লিখিত উপাত্ত হতে ফরম ২. ৩ ও ৪ সংকলন করা হয়। ইউএওগণ একটি করে টেমস ফরম ২, ৩ ও ৪ পূরণ করে জেলার উপপরিচালকের নিকট প্রেরণ করবেন। অনুরূপভাবে জেলার উপপরিচালক অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালকের নিকট এবং অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক সরেজমিন উইং-এর পরিচালক ও পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং-এর পরিচালক বরাবরে প্রেরণ করবেন।

টেমস ফরম ১, ২, ৩ ও ৪ পরিশিষ্ট ৭ (১,২,৩,৪) দ্রষ্টব্য।

টেমস ফরম ১: প্রাথমিক পরিবীক্ষণ ফরম

টেমস ফরম ১ একটি একক ফরম এবং সব ধরনের ইভেন্টের জন্য ব্যবহৃত হয়। অর্থের উৎস যাই হউক না কেন প্রত্যেক এসএএও বা কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নকারী ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ তাদের প্রত্যেকটি কর্মকাণ্ডের জন্য একটি করে টেমস ফরম ১ পূরণ করবেন। ইউএওগণকে উপজেলা পর্যায়ের প্রত্যেকটি ইভেন্ট যেমন- উপজেলা মেলা, প্রশিক্ষণ দিবস এর জন্য একটি করে টেমস ফরম ১ পূরণ করতে হবে। একইভাবে জেলা পর্যায়ের প্রত্যেকটি ইভেন্টের জন্যও একটি করে টেমস ফরম ১ পূরণ করতে হবে এবং একই ধরনের ইভেন্টের জন্য উপজেলা তথ্যের সঙ্গে একীভূত করে সার-সংক্ষেপ প্রস্তুত করতে হবে।

সম্প্রসারণ ইভেন্টের অনুষ্ঠান স্থলেই প্রত্যেক ইভেন্টের জন্য টেমস ফরম ১ অবশ্যই পূরণ করতে হবে যাতে নিম্নে বর্ণিত নির্দেশক সংগ্রহ করা যায়:

- সংযোগ: যোগদানকারী কৃষকের সংখ্যা
- বুঝা: যোগদানকারী কৃষকের মাঝে কতজন প্রযুক্তি বুঝেছেন বলে মনে করেন তাদের সংখ্যা
- যাচাইকরণ: নতুন প্রযুক্তি কতজন ব্যবহার করবেন বলে মনে করেন তাদের সংখ্যা।

মৌসুম শেষে সবগুলো টেমস ফরম ১ সংগ্রহ করতে হবে এবং ফরমগুলো বাছাই করে ফরম ২/ফরম ৩/ ফরম ৪

পূরণের জন্য প্রযুক্তি/ইভেন্টে/এলাকা ভিত্তিক (যে ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য) একটি করে আলাদা স্তুপ করতে হবে। তারপর নির্দেশকগুলোর গড় হিসাব করতে হবে।

টেমস ফরম ২: প্রযুক্তি সার-সংক্ষেপ ফরম

টেমস ফরম ২ একটি একক ফরম যা প্রযুক্তি সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য সার-সংক্ষেপ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ- ধান উৎপাদনে সুষম সার ব্যবহার সম্পর্কিত সকল ইভেন্টের তথ্যাদি একীভূত করে সার-সংক্ষেপ (অর্থাৎ একই ধরনের ইভেন্টের তথ্যের সার-সংক্ষেপ) টেমস ফরম ২ ফরমে এ লিপিবদ্ধ করতে হবে। মৌসুম শেষে ইউএও সকল ইভেন্টের সার-সংক্ষেপ জন্য টেমস ফরম ২ ব্যবহার করবেন। সার-সংক্ষেপ করার সময় সংযোগ, বুঝা এবং যাচাইকরণ সংক্রান্ত প্রতিটি সেকশন অবশ্যই পূরণ করতে হবে।

টেমস ফরম ২ এর সাহায্যে বিভিন্ন প্রযুক্তির তুলনা করা যাবে এবং কম ও সর্বাপেক্ষা সফল প্রযুক্তিগুলো বাছাই করা সম্ভব হবে।

টেমস ফরম ৩: ইভেন্টের সার-সংক্ষেপ ফরম

টেমস ফরম ৩ মৌসুমের সম্প্রসারণ পদ্ধতি/ইভেন্টের তথ্য সার-সংক্ষেপ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। প্রত্যেকটি সম্প্রসারণ পদ্ধতির জন্য একটি করে টেমস ফরম ৩ থাকবে, যেমন- একটি ফরম ফলাফল প্রদর্শনীর জন্য, একটি ফরম উপজেলা প্রশিক্ষণ দিবসের জন্য এবং এভাবে সকল পদ্ধতির সার-সংক্ষেপ প্রস্তুত করতে হবে।

সকল টেমস ফরম ৩ পূরণের ফলে সব ধরনের সম্প্রসারণ পদ্ধতির কার্য সম্পাদনের মান ও পরিমাণ নিরূপণ এবং সেগুলোর তুলনা করা সম্ভব।

টেমস ফরম ৪: এলাকাভিত্তিক সম্প্রসারণ ইভেন্টের (উপজেলা/জেলা/অঞ্চল) সার-সংক্ষেপ ফরম

সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ড বিভিন্ন ব্লক, উপজেলা, জেলা এবং অঞ্চল পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হয়। টেমস ফরম ৪ এ এসব এলাকার সম্প্রসারণ কর্মসূচিসমূহের কার্যকারিতার সার-সংক্ষেপ করা হয়। টেমস ফরম ৪ প্রত্যেক উপজেলা, জেলা ও অঞ্চলের জন্য পূরণ করতে হবে। মৌসুম শেষে উপজেলা, জেলা ও অঞ্চল পর্যায়ে কর্মকর্তাগণ যথাক্রমে উপজেলা, জেলা ও অঞ্চলের জন্য একটি করে টেমস ফরম ৪ পূরণ করবেন। টেমস ফরম ২ ও ৩ ব্যবহার করে টেমস ফরম ৪ পূরণ করতে হবে।

টমস ফরম ৪ পূরণ করার পর কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন এলাকা অর্থাৎ উপজেলা, জেলা ও অঞ্চলে সার্বিক কার্যসম্পাদনের মান ও পরিমাণ নিরূপণ এবং এলাকাগুলোর মধ্যে ফলপ্রসূ কার্যকারিতার তুলনা করা সম্ভব হয়। উদাহরণস্বরূপ- উপজেলা, জেলা ও অঞ্চলের মধ্যে তুলনা করার সময় হয়তো দেখা যাবে ধ্যান-ধারণা পরীক্ষা করতে ইচ্ছুক কৃষকের মাথাপিছু খরচের পরিমাণ এক এলাকা হতে অন্য এলাকায় অস্বাভাবিকভাবে বেশি। এতে এটাই নির্দেশ করে যে ঐ এলাকায় অতিরিক্ত সহায়তা, প্রশিক্ষণ বা তদারকির প্রয়োজন রয়েছে।

১৩.৮ জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি ও অনুশীলন জরিপ (KAP)

- জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি ও অনুশীলন জরিপ একটি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল
- কৃষকগণ নতুন ধ্যান-ধারণার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর তাদের সত্যিকার প্রতিক্রিয়া কী তা এর মাধ্যমে জানা যায়
- চাষাবাদ পদ্ধতির কী পরিবর্তন ঘটেছে তা ক্যাপ ফলাফল দেখা যায়
- সম্প্রসারণ ইভেন্ট চলার সময় কী ঘটেছে তা সম্প্রসারণ পরিবীক্ষণ প্রণালীর মাধ্যমে জানা যায়
- সম্প্রসারণ ইভেন্ট বাস্তবায়নের পর কী ঘটে তা ক্যাপ এর মাধ্যমে জানা যায়
- সম্প্রসারণ কাজে কার্যকারিতা উন্নয়নের জন্য উপজেলা ও জেলা অফিসারগণ ক্যাপ জরিপ ব্যবহার করেন
- নতুন ধ্যান-ধারণাগুলো কৃষকগণ প্রকৃতপক্ষে গ্রহণ করেছে কিনা তা জানার জন্য ক্যাপ জরিপ করা হয়।

সঠিক মৌসুম পুনরায় ফিরে এলে কৃষকের নিম্লোক্ত বিষয়গুলো যাচাইয়ের জন্য ক্যাপ জরিপ করতে হবে:

- কৃষক প্রযুক্তি সম্পর্কে মনে রেখেছেন কিনা
- প্রযুক্তি হতে কৃষকের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি আছে কি না
- কৃষক প্রযুক্তিটি বাস্তবে অনুশীলন করেছেন কিনা।

যে সকল কৃষক প্রযুক্তি দেখেছিলেন তাদের মধ্য থেকে নমুনা কৃষকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি ও অনুশীলনের মাত্রা বের করা যায়। ডিএই এর পূর্ববর্তী সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডে উপস্থিত/অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের নাম, ঠিকানা প্রদর্শনী রেজিস্টার বা এসএএও এর ডায়েরি থেকে পাওয়া যেতে পারে।

১৩.৮.১ কার্যসম্পাদনের পরিমাণ ও মান উন্নয়নের জন্য ক্যাপ ফলাফলের ব্যবহার

কৃষকগণ নতুন কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার না করলে বুঝতে হবে যে তারা নেতিবাচক প্রভাব গ্রহণ করেছেন। এটি একটি সমস্যার ইঙ্গিত প্রদান করে এবং এর জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক। নতুন ধ্যান-ধারণা গ্রহণ না করার কারণগুলো তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে:

- কৃষকগণ নতুন ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না - সে সম্পর্কে তাদের জ্ঞানই নেই
- কৃষকগণ নতুন ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে অবহিত কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছেন - তাদের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে
- কৃষকগণ অবহিত এবং দৃষ্টিভঙ্গিও অনুকূল কিন্তু অন্য কোন কারণের জন্য (যেমন উপকরণ অপ্রাপ্যতা) তারা পদ্ধতি পরিবর্তনে বিরত রয়েছেন - তারা অনুশীলন করেন না।

দায়িত্ববলি

- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের যে কোন পর্যায়ে ক্যাপ জরিপ বাস্তবায়ন করা যেতে পারে
- জেলা বা উপজেলা পর্যায়ে সাধারণত ক্যাপ জরিপ বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে, কারণ অধিকাংশ পরিকল্পনার সিদ্ধান্ত এ পর্যায়ে গ্রহণ করা হয়

- কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার উপজেলায় এবং অতিরিক্ত উপ-পরিচালক (শস্য) জেলা পর্যায়ে প্রত্যেক মৌসুমে ক্যাপ জরিপ পরিকল্পনার দায়িত্ব পালন করবেন
- জাতীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং-এর বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন শাখা জরিপের আয়োজন, বাস্তবায়ন ও প্রতিবেদন তৈরি করতে পারে।

১৩.৮.২ ক্যাপ জরিপের বাস্তবায়ন

ক্যাপ জরিপ বাস্তবায়নের ৬টি ধাপ আছে:

- প্রযুক্তি নির্বাচন এবং প্রযুক্তির মূল বিষয়গুলো সংকলন করা
- অংশগ্রহণকারীদের নথিপত্র সংগ্রহ ও নমুনা নির্ধারণ করা
- জরিপ ছকপত্র তৈরি ও তা পূর্ব পরীক্ষা করা
- সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা
- ফলাফলের সারসংক্ষেপ ও বিশ্লেষণ করা
- প্রাপ্ত ফলাফলের প্রতিবেদন তৈরি করা।

১৩.৯ প্রযুক্তি নির্বাচন ও প্রযুক্তির মূল বিষয় সংকলন

প্রযুক্তি নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিম্ন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন প্রযুক্তিগুলোকে অগ্রাধিকার দিতে হবে:

- কর্মচারীদের সময় ও অর্থ বরাদ্দ নিরিখে যে প্রযুক্তি ব্যবহারে সম্প্রসারণ কর্মসূচিতে অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে
- যে প্রযুক্তি বেশির ভাগ লক্ষ্যীভূত দলকে উদ্দেশ্য করে গ্রহণ করা হয়েছে
- যে প্রযুক্তির জন্য নতুন পদ্ধতিসমূহ ব্যবহার করা হয়েছে
- ক্যাপ একটি অনুসরণমূলক কৌশল বিধায় এক বছর পূর্বে অনুরূপ মৌসুমের সম্প্রসারণ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত প্রযুক্তিগুলো মূল্যায়ন করার জন্য এটি ব্যবহৃত হয়, উদাহরণস্বরূপ- পূর্ববর্তী খরিপ-২ মৌসুমে প্রদর্শনীতে রোপা আমনের জাত কৃষকগণ গ্রহণ করেছিলেন কিনা তা মূল্যায়নের সঠিক সময় হলো বর্তমান খরিপ-২ মৌসুম
- কৃষকদের নিকট নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কে তথ্য প্রদান করার জন্য বাস্তবায়িত সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ড কার্যকরী হয়েছে কিনা তা বের করাই ক্যাপ 'কে' অংশের লক্ষ্য।

১৩.১০ অংশগ্রহণের নথিপত্র সংগ্রহ ও নমুনা স্থির করা

- ক্যাপ জরিপ হলো নির্বাচিত প্রযুক্তি সম্পর্কে কোন সম্প্রসারণ ইভেন্টে অংশগ্রহণকরী কৃষকগণের মধ্যে কয়েকজনকে খুঁজে বের করা এবং তারা প্রযুক্তি ব্যবহার করেছিলেন কিনা তা সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে জানা
- নমুনা সংগ্রহের পদ্ধতি হবে দৈবচয়ন যেখানে তালিকার প্রত্যেক কৃষকের সাক্ষাৎকারের জন্য নির্বাচিত হওয়ার সমান সুযোগ থাকবে
- দৈবচয়নের মাধ্যমে কৃষকদের নমুনা নির্বাচন করতে হবে।

১৩.১১ জরিপকৃত ফরম তৈরি ও পূর্ব-পরীক্ষাকরণ

ক্যাপ প্রশ্নমালার কোন ধরাবাঁধা গঠন প্রণালী নেই কেননা এটা নির্ভর করবে প্রযুক্তির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য বা কম্পোনেন্টের ধরন ও সংখ্যার ওপর। সাক্ষাৎকার গ্রহণ সহজ করার জন্য প্রশ্নমালা যতদূর সম্ভব সহজ ও সরল হবে। ধানের জাত প্রযুক্তির ক্যাপ জরিপ করার জন্য প্রস্তুতকৃত প্রশ্নমালার একটি নমুনা নিম্নে দেখানো হয়েছে, এর তিনটি অংশ আছে।
অংশ ক এর মধ্যে রয়েছে শনাক্তকরণের বিস্তারিত বিবরণ যথা প্রযুক্তি, মৌসুম, কৃষকের নাম ও অবস্থান, কৃষকদের জেন্ডার পরিচিতি এবং খামার আকৃতি অনুযায়ী কৃষক গ্রুপ। ডিএই এর লক্ষ্যীভূতকরণ নীতি ভালভাবে কাজ করছে কিনা তা যাচাই করতে এ তথ্যগুলো সাহায্য করে।

অংশ খ এর মধ্যে রয়েছে অংশ গ্রহণের বিস্তারিত বিষয় এবং কৃষকগণ সত্যিকারভাবে সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডে উপস্থিত ছিলেন কিনা তা এর মাধ্যমে যাচাই করা যায়।

অংশ ক: শনাক্তকরণের বিস্তারিত বিবরণ			
ফসল/জাত	রোপা আমন, ব্রিধান-৬২	প্রযুক্তি	জাত প্রদর্শনী
মৌসুম	খরিপ-২, ২০১৬	মূল্যায়নাধীন মৌসুম	খরিপ-২, ২০১৬
সম্প্রসারণ পদ্ধতিসমূহ			
কৃষকের নাম:		পিতা/স্বামীর নাম:	
চাষাধীন খামার আকৃতি: .... শতক		পুরুষ/মহিলা:	
গ্রাম:		ব্লক:	
উপজেলা:		জেলা:	
কৃষি পরিবেশিক অঞ্চল:		কৃষকের মোবাইল নম্বর:	

অংশ খ: সম্প্রসারণ ইভেন্টে অংশগ্রহণের প্রমাণ নিশ্চিতকরণ
কৃষক ইভেন্টে অংশগ্রহণ করেছিলেন কিনা তা নিজে নিশ্চিত করবেন হ্যাঁ/না (প্রযোজ্যটিতে গোল চিহ্ন দিন)

অংশ গ: জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি ও অনুশীলন				
ক) ক, অ, চ প্রযুক্তির মূল বিষয়ের সঙ্গে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত				
তথ্য	অনুমোদিত প্রযুক্তির মূল বিষয়	মূল বিষয় সম্পর্কে উত্তর দাতার জ্ঞান	উত্তর দাতার অনুশীলন (এ বছর)	মূল বিষয়গুলো সম্পর্কে উত্তর দাতার দৃষ্টিভঙ্গি
জাতের নাম	ব্রিধান-৬২			
গুণাগুণ	লম্বা, সরু এবং জিংক সমৃদ্ধ			
মৌসুম	রোপা আমন			
জীবনকাল	১০০ দিন			

ফসল	৩.৫-৪.৫ মে: টন /হে:			
পোকা/রোগবালাই প্রতিরোধ্যতা	খোল পোড়া রোগ প্রবণ এলাকায় প্রাদুর্ভাব হতে পারে			
(খ) কৃষকদের দৃষ্টিভঙ্গির (Attitude) ওপর আলোচনার বিস্তারিত বিষয়				

অংশ গ এর মধ্যে রয়েছে প্রকৃত ক্যাপ নিরূপণ। অনুমোদিত প্রযুক্তির মূল বিষয়গুলো সম্পর্কে কৃষকদের জ্ঞান, নির্দিষ্ট মূল বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি এবং কৃষকদের প্রকৃত অনুশীলন এ অংশে থাকবে। কৃষকদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আলোচনার বিস্তারিত বিবরণ লেখার জন্য গ অংশে স্থান রয়েছে। বিশেষভাবে প্রযুক্তির প্রতি কৃষকদের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। প্রযুক্তি কেন গ্রহণযোগ্য নয় তার জন্য সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

এটি এ জন্য করা হয় যে কৃষকগণ মূল বিষয়গুলো জানা সত্ত্বেও যখন তারা তা অনুশীলন করেন না তখন তাদের দৃষ্টিভঙ্গিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

১৩.১২ কৃষকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ

কৃষকের সাক্ষাৎকার গ্রহণের কৌশলগুলো অত্যন্ত মূল্যবান। ফলপ্রসূ সাক্ষাৎকার গ্রহণের নীতিসমূহ নিম্নরূপ:

- সাক্ষাৎকার গ্রহণের উদ্দেশ্য উত্তরদাতাকে পরিষ্কার করতে হবে
- সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীগণকে অবশ্যই নিরপেক্ষ থাকতে হবে
- সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীগণ কৃষকদেরকে প্রশ্নের উত্তর বলে দেয়া থেকে নিজেদের কে বিরত রাখতে হবে বা এক উত্তর অন্য উত্তর অপেক্ষা বেশি গ্রহণযোগ্য এ রকম কোন প্রকার ইঙ্গিত দেয়া যাবে না
- সমস্যা সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য সংগ্রহই সর্বাপেক্ষা মূল্যবান, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীগণ কখনই কোন উপদেশ দিতে পারেন না
- কৃষকদের উত্তর যে ভুল তার কোন ইঙ্গিত নিজ আচরণে প্রকাশ করা যাবে না
- সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীকে সাক্ষাৎকার গ্রহণের উদ্দেশ্য ও বিষয়ভিত্তিক পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে।

১৩.১২.১ সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীকে ধারাবাহিতকা অনুসরণ করতে হবে

প্রশ্নমালায় যে আইটেমগুলো রয়েছে সেগুলো সকল সাক্ষৎকারের মধ্যেই ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন করতে হবে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অতিরিক্ত প্রশ্ন করা যেতে পারে কিন্তু কোনভাবেই প্রশ্ন কমানো যাবে না।

১৩.১২.২ পক্ষপাতিত্ব পরিহার করা

ক্যাপ জরিপের উদ্দেশ্য হলো সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডের লক্ষ্যীভূত কৃষক গ্রুপ সত্যিকার অর্থে কী ধরনের সাড়া দিচ্ছে তা বের করা। সুতরাং জরিপের সময় পক্ষপাতপুষ্ট ফলাফল তৈরি করা অবশ্যই পরিহার করতে হবে।

অনেকগুলো কারণে পক্ষপাতিত্ব হতে পারে। ভাল সাক্ষাৎকার গ্রহণ কৌশল অবলম্বন করে তা পরিহার করা যায়। সকল সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণমূলক সাক্ষাৎকারের নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে। পক্ষপাতিত্ব পরিহারকরণের কতগুলো কৌশল নিচে দেয়া হলো:

- দৈব চয়নের মাধ্যমে গ্রহণ নমুনা ঠিক রাখতে হবে
- সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে
- কৃষকদেরকে সমভাবে দেখতে হবে এবং সহজ, সরল ও বন্ধুপূর্ণ আচরণ করতে হবে
- কৃষকদের সুবিধামত সময় ও স্থানে সাক্ষাৎকার পরিচালনা করতে হবে
- অংশগ্রহণমূলক আলোচনায় সকল প্রকার স্বাভাবিত নিয়ম মেনে চলতে হবে
- এসএএওদেরকে নির্বাচিত কৃষকদের সম্পর্কে আগাম তথ্য দিবেন না
- সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী সংশ্লিষ্ট সম্প্রসারণ কর্মীর পূর্বে কোন এসএএওকে কৃষকদের খুঁজতে পাঠানো যাবে না
- কৃষকগণকে প্রণোদিত করা যাবে না
- কোন একটি উত্তর অপর উত্তর অপেক্ষা অধিক গ্রহণযোগ্য এরূপ ইঙ্গিত কোনভাবেই দেয়া যাবে না।

১৩.১২.৩ প্রাপ্ত ফলাফলের প্রতিবেদন তৈরি

- উপাত্ত বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন তৈরি- সম্ভব হলে যে কর্মকর্তা সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলেন তাকেই করতে হবে, কেননা তিনি অনেক সময় প্রশ্নমালার মূল বিষয়গুলোর বাইরেও অনেক সহায়ক বিষয় পর্যবেক্ষণ করেন ও লিখে রাখেন
- প্রতিবেদন হবে সংক্ষিপ্ত ও সহজ
- ক্যাপ এর সুপারিশমালার খুব সংক্ষিপ্ত বর্ণনাসহ ১ পৃষ্ঠার একটি সার-সংক্ষেপ প্রস্তুত করতে হবে।

ক্যাপ প্রতিবেদনে যা অন্তর্ভুক্ত হবে -

- সারাংশ
- সূচনা
- ফলাফল
- বিশ্লেষণ
- সুপারিশ ও প্রয়োজনীয় কর্ম ব্যবস্থা।

সারাংশ:

সূচনা, বিশ্লেষণ এবং সুপারিশমালার মূল উপাদানগুলোর এক পৃষ্ঠার একটি বিবরণী। উল্লিখিত যে কোন ফলাফল হবে সম্পূর্ণ বাছাইকৃত এবং শুধু ব্যাখ্যামূলক। মূল পাঠ বহির্ভূত কোন বিষয় সারাংশে থাকবে না।

সূচনা:

ক্যাপ জরিপাধীন জেলা এবং উপজেলাসমূহ, প্রযুক্তির নাম, যে মৌসুম এবং বছরে আলোচ্য প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করা হয়েছিল, ক্যাপ জরিপ শুরু ও শেষ করার তারিখ।

ফলাফল:
সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তুসহ সংখ্যা সূচক ফলাফলের সারণিসমূহ:

- অভিপ্রেত লক্ষ্যীভূত গ্রুপের কৃষকদের শতকরা হার
- প্রযুক্তি ব্যবহারকারী কৃষকদের শতকরা হার
- প্রত্যেকটি মূল বিষয় জানেন এমন কৃষকদের শতকরা হার
- জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও অন্যভাবে অনুশীলনকারী কৃষকদের দৃষ্টিভঙ্গির সারমর্ম।

বিশ্লেষণ:
অতীত কার্যসম্পাদন, অন্যান্য কর্মকাণ্ড ও প্রযুক্তির উৎকর্ষতা, কৃষকদের জন্য সম্ভাব্য উপকারিতা ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে প্রযুক্তির গ্রহণমাত্রা সন্তোষজনক কিনা তা নিরূপণ করা। কর্মসম্পাদন সন্তোষজনক না হলে সমস্যাটি কি? জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি বা অন্য কোন কারণ অথবা সব মিলে এবং কী ধরনের প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। সম্প্রসারণ কাজের পদ্ধতির পরিবর্তন প্রয়োজন কিনা বা কর্মসূচি হতে বাদ দেয়া হবে কিনা প্রভৃতি উল্লেখ করতে হবে।

পরিকল্পনা সিদ্ধান্ত গ্রহণে ক্যাপ ফলাফল প্রয়োগ:

- মূল্যায়নকৃত প্রযুক্তির কর্মসম্পাদন উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে প্রতিবেদনে পরিষ্কার সুপারিশ থাকবে
- বার্ষিক উপজেলা পরিকল্পনা তৈরি করার সময়ই ক্যাপ ফলাফল ব্যবহার করতে হবে
- কোন প্রযুক্তি লক্ষ্যীভূত গ্রুপের জন্য প্রয়োজন এবং তা কত সফলতার সঙ্গে প্রদান করা হয়েছে সে সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তাগণকে বিবেচনা করতে হবে।

বার্ষিক উপজেলা পরিকল্পনা প্রণয়নের পূর্বে ডিএই এর সংশ্লিষ্ট সম্প্রসারণ কর্মীগণ ক্যাপ এর প্রতিবেদন এবং ক্যাপ এর প্রাপ্ত ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা করার সুযোগ পেলে আরও অধিক কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হবে। এতে প্রাপ্ত ফলাফল সম্পর্কে যে কোন মত পার্থক্য নিরসন করা যাবে এবং সমস্যা কীভাবে দূর করা যায় সে সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মচারীর মতামতের সমন্বয় ঘটানোর সুযোগ হবে।

প্রত্যেক ক্যাপ জরিপ সমাপ্ত হওয়ার পর একটি অর্ধদিবস "মত বিনিময় অধিবেশন" এর পরিকল্পনা করতে হবে। এ ধরনের অধিবেশন কর্মচারীদেরকে ক্যাপ পরিচালনার বাস্তব অভিজ্ঞতা আদান প্রদানের সুযোগ করে দেবে এবং ভবিষ্যতে আরও উন্নত উপায়ে ক্যাপ পরিচালনার জন্য সহায়ক হবে।

১৩.১৩ 'ইম্প্যাক্ট এসেসমেন্ট সিস্টেম' (IAS)

সম্প্রসারণ কর্মীদের প্রদানকৃত সম্প্রসারণ সেবা হতে কৃষকগণ কতটুকু উপকৃত হয়েছেন এবং বস্তুত মাঠে এর কতটুকু ইম্পেক্ট সৃষ্টি হয়েছে "ইম্প্যাক্ট এসেসমেন্ট সিস্টেম' (IAS) হল তারই মূল্যায়ন প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণ সেবার মান ও পরিমাণ উন্নয়নে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

এ মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় সম্পাদিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি কার্যক্রম, ই-সম্প্রসারণ সেবা ও অন্যান্য সম্প্রসারণ কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি যাচাই করে সম্প্রসারণ সেবার ইম্পেক্ট নিরূপণ করা যায়।

আইএএস মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় ব্যবহার ইম্প্যাক্ট এসেসমেন্ট সিস্টেম (আইএএস) প্রতিবেদন: ফরম ১ এবং ইম্প্যাক্ট এসেসমেন্ট সিস্টেম (আইএএস) প্রতিবেদন: ফরম ২ পরিশিষ্ট ৮ (১,২)তে সংযুক্ত করা হয়েছে।

আইএএস প্রতিবেদন তৈরি ও ব্যবস্থাপনার জন্য নিম্ন বর্ণিত কর্মপন্থা অনুসরণ করা যেতে পারে:

- আইএএস প্রতিবেদন ব্যবস্থাপনা হবে পাক্ষিক ও বছরব্যাপী
- এসএএওগণ পাক্ষিক ভিত্তিতে উপজেলা কৃষি অফিসে পূরণকৃত আইএএস ফরম ১ দাখিল করবেন এবং কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা সেগুলো যাচাই পূর্বক মন্তব্যসহ স্বাক্ষর করবেন
- উপজেলা কৃষি অফিসারগণ সরেজমিনে যাচাই পূর্বক আইএএস ফরম ২ এ উপজেলার একীভূত পাক্ষিক প্রতিবেদন ই-মেইলের মাধ্যমে উপ-পরিচালকের কার্যালয়ে প্রেরণ করবেন
- অতিরিক্ত উপ-পরিচালক (শস্য) উপজেলা হতে প্রাপ্ত পাক্ষিক প্রতিবেদন যাচাই পূর্বক আইএএস ফরম ২ এ সকল উপজেলার প্রতিবেদন একীভূত করে জেলার প্রতিবেদন প্রস্তুত করবেন এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অতিরিক্ত পরিচালক (অঞ্চল) এর নিকট প্রেরণ নিশ্চিত করবেন
- অতিরিক্ত পরিচালক (অঞ্চল) এর কার্যালয়ে কর্মরত উপ-পরিচালক জেলা হতে প্রাপ্ত আইএএস প্রতিবেদন একীভূত করে পরিচালক, সরেজমিন উইং-এর নিকট প্রেরণের দায়িত্ব পালন করবেন
- প্রতিবেদনে চিহ্নিত সমস্যার ভিত্তিতে ডিএই এর সদর দপ্তর, অঞ্চল, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদারকরণের বাস্তবসম্মত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।